সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
(Ph.D, Litt.D, K.R.M.B, KNIGHT)

১৯৫৯ সালে বাংলাদেশের পাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিশুশিল্পী হিসাবে যুক্ত হন। তিনি একাধারে সাংস্কৃতিক সংগঠক, নাট্যকার, কবি, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, আবৃত্তিকার, নাট্য পরিচালক এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কিত একাডেমিক উপস্থাপক।
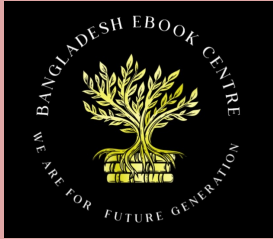
Publication Link
https://archive.org/details/@sultanmuhammadrazzak

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

নুহা’র নৌকা বনাম ক্রুগার পার্ক
রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
সববস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ জুলাই ২০২৪
অলংকরণঃ ননজ
প্রচ্ছদঃ ইন্টারনেটের ছবি থেকে।
মোবাইলঃ ০১৭১১২২০০৬৬৭
প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
Email: fchd.bd@gmail.com
লেখক সম্মানী কেউ দিতে চাইলে

সৌজন্যমূল্য:৫০০ টাকা উপরোক্ত বিকাশে পাঠাবেন

Noa’s Boat vs.Kruger Park
By: Sultan Muhammad Razzak
Format & design: Self
E book publication : July 2024
All rights: Dr. Afroja Parvin
Cover and Page border: Design taken from
Internet with courtesy.
Mobile: 01712200667
Published by: Bangladesh Ebbok Center
Email: fchd.bd@gmail.com

If any reader would like to honor writer please send your money to BKash No-01712200667

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সুচীপত্র

ওদিকের পথ তো শেষ হয়ে গেছে

কোন এক পৌরাণিক শহর
গলিপথ দিয়ে আমি আর কাহ্ন
হেঁটে যাচ্ছি
স্বপ্নে!
গলি শেষ হয়েছে... ওপাশে মৃত নদী
কাহ্ন বলে
ওখানে গোলাপের বাগান ছিল-
আর ঐ যে ধ্বসে পড়া ইটের স্তুপ
ছিল এক সরাইখানা।
আমি আকাশে তাকিয়ে দেখলাম
হ্যাঁ, আমি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই তো আছি
আমি অনেক তারার জন্ম এবং মৃত্যু দেখি
প্রতি মুহূর্তে-
আমার মন নতুন -
অন্ধকারের বই,
আমি জানিনা ও বইয়ের
কত পাতায় কত পৃষ্ঠায় একটি স্মৃতি লেখা
পায়ের একটি ঘুংগুর ছিটকে গেল
আমি কোল বালিশে হেলান দিয়ে
একটি কোষ বদ্ধ খুনে তলোয়ার-
আঙুরপেষা রক্ত পেয়ালা আমার হাতে-

এক নর্তকী
তাল ছুটে গেল
দেখতে অবিকল একটি করোটি -
নর্তকীর বেশে কাহ্ন হাসে
এটা তোমার....
এটা তুমি........
আমি বাইরে এলাম..
ভয়ে আমার দিকে তাকালো-
তুমি ওখানে কেন কাহ্ন-
নর্তকীর বেশে?
তুমি ঘুঙুর খুঁজে আনলে
গোলাপ বাগানে -
আকাশে চাঁদ...
শিশিরের রাত
ঘোড়ার খুরে দেবে যাওয়া গর্তে
জল জমে আছে...
পুরোন যুগের গন্ধ পেলাম
কাহ্ন পিছনে এসে দাঁড়ায়-
চল-
আমি বলি-
আমি ফিরে যেতে চাই কাহ্ন-
ও দিকের পথ তো শেষ হয়ে গেছে-!

সময় ভ্রমণ

কাহ্ন,
সাথে নিও আমাকে সময় ভ্রমণে...
মেঘ,
অঝোরে বৃষ্টি,
শালবনে,
একটি পাথরের উপর নিমগ্ন কাহ্ন
আবৃত্তি করে-
যে বৃক্ষ বাকল ছেড়ে
ডুবে যায় শীত ঘুমে
সেও জেগে ওঠে বসন্ত প্রভাতে
নব কিশলয়ে-
অথবা ঝিনুক
ধুকে ধুকে মরে জলের ভিতর
কতবার-যতবার পারে
চিৎকার করে বলে
আমার বুকের ভিতরে
রোগ বাসা বেঁধে আছে দেখ-
আমি বলি কাহ্ন
আমাকে কর তোমার ভ্রমণের সাথী
হোক তা শব্দ ভ্রমণ অথবা সময়
নিমগ্ন ঘুমে তখন কাহ্ন আমার
প্রিয় বন্ধু-
মেঘ, অঝোরে বৃষ্টি,

শালবনে,
একটি পাথরের উপর নিমগ্ন কাহ্ন
অন্ধকারে -
আমি দেখি বিষন্ন চাঁদ
ঝুলে আছে ঘনকালো আকাশের গায়!
আমি বসে পাথরের উপর
সেই এক নিয়ান্ডারথাল
চুল ও শশ্রুতে জটপড়া প্রাণী
আর চারপাশে
চাঁদের কিরণে কত জ্বলজ্বলে চোখ-
সে চোখে নেই ঘৃণা
নেই হিংসা
নেই অহংকার
নেই কোন মৃত্যুর ভয়-
শুধু আছে ক্ষুধা-
সেই জ্বলজ্বলে ক্ষুধার্ত চোখের সামনে
আছি শুধু আমি!
আর আমি?
সেই এক নিয়ান্ডারথাল-
সেই অন্ধকারে
সেই প্রথম
সেই প্রথম ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম
চিৎকার করে উঠলাম
মৃত্যুর ভয়ে...
আমি কি সত্যি বদলে গেলাম...কাহ্ন?

অভিযান

আমি গত রাতে অভিযানের কথা ভাবছিলাম...
শূন্যতার অভিযান,
আমার অনুভূতি দেখে...
ভোরের আকাশে চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গেল...
আর মেঘ বৃষ্টিতে হারিয়ে গেল...
কাহ্ন,
তুমিও কি আমার চিন্তা লাথি দিয়ে উড়িয়ে দেবে?
আমি আমার মৃত্যু অভিযান সম্পর্কে জানি –
কিন্তু জীবনের কথা জানিনা..

নুহা'র নৌকা বনাম ক্রুগার পার্ক

আমি সেই নিয়ান্ডারথাল

আমি পাহাড় বেয়ে নামছিলাম
তুমি ছিলে আমার পিছনে
অপূর্ব লাগছিল তোমাকে
তোমার চুলে গোঁজা ছিল
বুনো ঝুমকো লতার লাল ফুল
আর আমিও মহুয়ার নেশায় বুঁদ
আমার পা টলমলিয়ে চলছিল
হঠাৎ এক হরিণী কিছু দুরেই
আমি তোমাকে এগিয়ে দিলাম
আমার সামনে
আমি তোমার আড়ালে
হরিণী থমকে দাঁড়িয়েছিল
আমি জানি-
তোমাকে দেখে-
কি সুন্দর তুমি
গাছের বাকলে জড়ানো
দেহ বল্লরী
মাথার ঝাঁকড়াচুলে
বুনো ঝুমকো লতার লাল ফুল
আমার পা টলছিল
মহুয়ার অরণ্যে আমি হারিয়ে গেছি

আমি তোমার আড়াল থেকে

কালো অবসিডিয়ান পাথরের
প্রচন্ড ধারালো বর্শা ছুড়ে মারলাম...
ঐ হরিণীর দিকে-

আমার পা টলছিল
মহুয়ার অরণ্যে আমি হারিয়ে গেছি
তবু লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ...

কোথায় রেখে যাবো- পাগলামি

নাইট্রোজেন চেম্বার
একটি পুরনো শব্দ
ন্যানো কোয়ান্টামের দিনগুলি
অস্তবেলায় আজ দাঁড়িয়ে
আর তুমি
(আমার ভিতরে কে যেন বলছে)!
এখনো পরে আছো
মিশরের পিরামিড আর
কিছু মানুষের শুটকি নিয়ে!
(সে হাসে-
আমি দেখিনা কিছুই-
তবু মনেহয় কিছু দেখি- কিছু শুনি-
আমি কান পেতে থাকি
আমি মন পেতে থাকি
ও কি বলে)
কালরাতে
একা
আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে দেখতে ভেবেছিলাম
এমন একটি জ্যোৎস্না রাতকে
যদি আমি নাইট্রোজেন চেম্বারে
রেখে যেতে পারতাম
তার সাথে

আমার কিছু বেঁচে থাকার পাগলামি
কিছু ফুল
আর কিছু রাত
আর কিছু শ্রাবণ
আর কিছু বসন্ত
আর সেইদিনের দেখা তোমার চোখ
আর আমার হৃদয়ে
তান্ডবে বেজে ওঠা ধ্বনি
আর কিছু অপেক্ষা
আর কিছু শব্দ
তবে আমি কোথায় রেখে যাবো
আমার বোধগুলো-
আর আমার পাগলামি?
ও বলে-
(না, টেস্ট টিউবের দিন শেষ-
তোমার ডিএনএ?
কি হবে ওসব দিয়ে-
তোমার শরীর তো কবেই ট্যাগ লাগানো-
লাশকাটা ঘরে-!
আর বোধ?
যেদিন আতুর ঘরে কেঁদেছিলে
জল হয়ে নিখোঁজ হয়েছে-.
কে জানে কোথায় তারা!
মেঘে না সমুদ্রে
কে জানে-! নাকি অন্য কোথাও)

নুহা’র নৌকা বনাম ক্রুগার পার্ক

অন্তহীন স্বপ্নে

কোন একদিন
অন্ধকার আমাকে বলল
আমি তোমার পথ-
নেমে এসো-
আমি অন্ধকারে নামলাম
আমি এখনো অন্ধকারে চলছি
আমার পায়ের নীচে কেমন
আমি জানি না
হতে পারে- পায়েচলা মাটির পথ
হতে পারে - ইটের
অথবা কংক্রিটের -
হতে পারে সুফলা মাঠের পাশ দিয়ে
হতে পারে নদীর তীর ধরে
হতে পারে সাগরের পাশ দিয়ে
হতে পারে
পাহাড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে
অথবা শুধু মরুময়
আমাকে অন্ধকার বলে
শুধু তুমি আকাশের দিকে চেয়ে পথ চল
এখানে অন্ধকারে
জ্বলে আছে চাঁদ
আর আছে অজস্র নক্ষত্র
অজস্র নদী

অজস্র সাগর
আর আছে অন্ধকারে
রাতভরা ফুল
পৃথিবীতে পথ ধরে
কত রথ চলে গেছে
ঝরেছে শিশির
ঝরেছে ঘাম
ঝরেছে রক্ত
ঝরেছে হিংসা দ্বেষ গ্লানি
আর মৃত্তিকায়
ভালোবাসার শরীর
থেৎলে মিশে গেছে
অশ্বের খুরে-
সময়ের রোদ আর জলে
তুমি শুধু হেঁটে যাও
অন্ধকারে আমার পথ ধরে
যেখানে তুমিও হারিয়েছ
তোমার অবয়ব
অন্তহীন স্বপ্নের ভিতর

আমরা একসাথে সবকিছু

মানুষের সাথে তখন-
আমার যুদ্ধ ছিলনা
যখন আমি ছিলাম-
পুরোনো পাথুরে যুগে!

আকাশ নদী
ফড়িঙ আর ফুল

কুমীর মাছ
আর পাহাড়
সমুদ্র আর বাঘ

সবকিছু
আমদের পরিচয়
ছিল
আমরা একসাথে সবকিছু

মুছে যাবে এইসব ক্রুগার পার্ক

কে জানে-
পতিত না ভূপাতিত
জীবন, জীবনের স্বপ্নগুলো
বিরানভূমীতে-
আকাশের দিকে চেয়ে থাকে-
চোখের দূর সীমানায় মেঘ ভেসে যায়
লু হাওয়ার বালির নীচে পরতে পরতে
যুগযুগান্তরের বীজেরা
জেগে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে ঘুমায়
এই এক যেন এক ক্রুগার পার্ক।
এখানে কেউ নেই দাবীদার
কিছু তস্যের তস্যরা
বগলে প্রাচীন পান্ডুলিপি নিয়ে
চিৎকার করে বলে এইখানে লেখা আছে
এক প্রাচীন প্রস্তর মানুষ
পাথরের উপরে যেমন এঁকেছিল ছবি
বাতাসের ঢেউ
আর নীল ছন্দ ঢেলে দিয়েছিল
জলের ভিতর
আর এঁকেছিল গাছ আর ফুল
আর এঁকেছিল মানুষের মন
আর এঁকেছিল হাজার প্রাণ

নুহা'র নৌকা বনাম ক্রুগার পার্ক

আর এঁকেছিল শূন্যতার আঁধার
আর এঁকেছিল তারার বেলুন
কে জানে
এইসব
পতিত না ভূপাতিত?

সেইসব পান্ডুলিপির লেখাগুলো
সময়ের রৌদ্রঘামে
শিকড় ছড়াতে ছড়াতে
কবেই অপাঠ্য হয়ে গেছে
আর প্রাচীন সেই প্রস্তর মানুষ-
জংঘার হাড়ও মিশে গেছে যার
মাটির ভিতর-
কবে যেন বিলীন হতে হতে
মুছে যাবে এই সব ক্রুগার পার্ক!

কোথায় চলে এসেছি দেখ

পথ হারাতে হারাতে
কোথায় চলে এসেছি দেখ!
মুঠো ভরে
বকুলের ঘ্রাণ নিয়ে
ঘাস শিশির পায়ে দলে
বুক পকেটে
সূর্যের গনগনে দিনলিপি
নিয়ে
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
বসন্তের ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে
মেঘের ঘূড়ি উড়াতে উড়াতে
জ্যোৎস্না বুনতে বুনতে
পথ ভুলতে ভুলতে
কোথায় চলে এসেছি দেখ

বৃষ্টি

সে এক অদ্ভূত ভাসান পালা
আমার ঘুম
ভেসে গেল নদীতে
তার সুরেলা শোক আমার কানে বাজে
লখিন্দরের সে পালা কবেই পুরনো হয়ে গেছে
কবেই বৃষ্টি হয়ে মুছে গেছে মানুষের মন থেকে
বেহুলার শোক!

মর্ফিয়াসের কাছে একটি চিঠি

আমি তোমার ধ্যান করি...
ওহ আমার ঘুম এবং স্বপ্নের দেবতা,
আমি সোমনাসের সেই অলৌকিক বাগানে যাই,
চাঁদের রাত
আর মেঘহীন আকাশ...
তুমি, তোমার মশাল জ্বালিয়ে ,
একটি অজানা পাহাড়ের
গুহায় নিয়ে গেলে,
এবং সেখানে তোমার মশালের আলো
আরো বেগবান হলো!
আমি সেখানে মানুষের হাতের ছাপ দেখতে পেলাম
রঙগুলি ফুল, পাতা আর পাথর ঘসে তৈরি-
হতে পারে রঙের আদিমতম আবিষ্কার।
আরো অনেক রং
যা ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আত্মা থেকে উৎসারিত ...
এবং তারা আবিষ্কার করেছিল রাতের রং
দিনের রঙ, সূর্য ও চাঁদের রং
এবং জলপ্রপাত, নদী, সমুদ্র,
চারপাশে গাছ,
পাহাড়
আর তারার আকাশের রং...

নুহা’র নৌকা বনাম ক্রুগার পার্ক

সেই সব রংগুলোকে
তুমি স্বপ্ন বানিয়ে রেখেছ
আমাদের মনে..
আর তখন থেকেই
আমাদের সবারই মন রঙিন স্বপ্নে ভরা...

সেই স্বপ্নের রঙে
হাতের ছাপ রেখে গেল
আমার পূর্বপুরুষদের কোন একজন!
ওহ মরফিয়াস,
ঘুম এবং স্বপ্নের প্রিয় দেবতা
সেই হাতের ছাপ বুকে নিয়ে
আমরা মানুষেরা আজও যাযাবর।
সেই স্বপ্নগুলো নিয়েই
আমরা মানুষেরা এগিয়ে যাই অন্ধকারে ...
সেই স্বপ্ন নিয়ে...

মধ্যরাতের কাঠগড়ায়

এখন মধ্যরাত!
চাঁদ ঘুমে ঢুলেঢুলে
পড়ে পড়ে যাচ্ছে পশ্চিমে
এই মধ্যরাতে
আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে
একা একা
আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে
একা নি:সংগ
আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে
একা
যেন গভীর সমুদ্রে
ডুবে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া এক জাহাজ
হ্যাঁ বলতে পারো টাইটেনিক!
এই মধ্যরাতে আমাকে নিয়ে
বিচার বসে
আমার পক্ষে
ওকালতির জন্য দাঁড়ায়
অলিন্দের টবে
এক বুড়ো রজনীগন্ধার ঝোপ
বিচার শুরু হওয়ার আগেই
ও পাতা আর পাপড়ি গুটিয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে

আর চাঁদ
ঘুমুতে ঘুমুতে বলে
অর্ডার অর্ডার অর্ডার
বিচার আজকের মত মূলতবী
আমি তো সেই ডুবে যাওয়া জাহাজ
মানুষ- সে নাহয় প্রাণ হয়ে জন্মে
তাই মরে যায়
কিন্তু আমাকে
কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে
কারণ, আমার অপরাধ
আমি আমার আকাঙ্ক্ষা
আমার আনন্দ আমার সাধ
আমার স্বপ্নদের
প্রতিদিন হত্যা করি।
আমার পক্ষে
ওকালতির জন্য দাঁড়ায়
অলিন্দের টবে
এক বুড়ো রজনীগন্ধার ঝোপ
বিচার শুরু হওয়ার আগেই
ও পাতা আর পাপড়ি গুটিয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে
আর চাঁদ
ঘুমুতে ঘুমুতে বলে
অর্ডার অর্ডার অর্ডার
বিচার আজকের মত মূলতবী

লিলিয়ান-আমি তোমাকে ভালোবাসি

পৃথিবী সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলনা,
আমি আকাশে উড়ে বেড়াতাম
আমার যুগল পাখা ছিল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত
ধবধবে সাদা আর
আদুরে পালকে সজ্জিত
আমার পাখার নীচ দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ
পূর্ব থেকে ভাসতে ভাসতে
পশ্চিমে চলে যেত-
যার গ্রন্থিত হিসাব নেই... আর লিলিয়ান!
ধবল পালকে মোড়া এক দাম্ভিক দেবদূতী
চারপাশে একদল মারদাঙ্গা দেবদূতেরা
তাকে ঘিরে রাখে কালান্তর ধরে...
আমি দূর থেকে দেখতাম
একদিন-ওর হাতে সোনালী চুড়িগুলো
অদ্ভুত ঝর্ণার জল পড়ার শব্দে বেজে উঠলো
আর তার হাতের সোনালী বাঁশি...
যখন সে তার বাঁশিতে ফুঁ দিল
আকাশ তারায় তারায় ভরে গেল!
আর তখন-আমার কোষগুলো
চঞ্চল পারদের বলের মত
মহাবেগে দৌড়ে
ছুটোছুটি করতে লাগলো
আমার শরীরের ভিতর-আমি চিৎকার করে

বলে ফেললাম
লিলিয়ান...আমি তোমাকে ভালোবাসি...
লিলিয়ানের বাঁশী দ্রুত মিলিয়ে গেল
আর আমাকে বেঁধে ফেলা হলো মেঘের সাথে
উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এক অদ্ভুত বিষন্ন ভূবনে-
আমি দেখলাম
যতদুর আমি দেখি
নির্দয় কাঁটাবন, শোক, বিষাদ আর হাহাকার
আকাশে তারা নেই, চাঁদ নেই
জোসনা নেই
কেবলি নিভে যাওয়া পোড়া গন্ধ সমুদ্রে
নিঃশব্দে একাকী আমি!
কে যেন হুংকার দিয়ে বলল
ওর "পাখা কেটে দাও"
আর সাথে সাথে নরকের করাতিরা
দীর্ঘ করাত নিয়ে হাজির
যেগুলো লম্বায়
এন্ড্রোমিডা থেকে মিল্কিওয়ে
আমি অবনমিত
সুদূর অন্ধকারে আমার দৃষ্টি
আমার পাখাযুগল কাটা হল
পাখাহীন, রক্তাক্ত অন্ধকার নিয়ে
আমি পতিত হলাম...এইখানে-
তবে যা বলেছিলাম ভুলি নাই...
লিলিয়ান...আমি তোমাকে ভালোবাসি...

আজও বাকহীন!

আমি তোমাকে দেখেছিলাম
এক নির্জন বসন্ত সাঁঝে,
যখন দিনের কিছু সুবাসিফুল ঝরে যাচ্ছিল
আর আঁধারি আকাশে ফুটে উঠছিল
কিছু উজ্জ্বল তারা-
তখন আমার হাতে বাঁশি ছিল
আর মনে ছিল সুর।
আমি কোনকালেই কথা শিখিনি
সুর শুনে শুনে বাকহীন হয়ে গেছি।
আজও বাকহীন!

যে পথে চাঁদও ছিল

আমার খিড়কি দিয়ে,
আর আমি পুরো আকাশ দেখতে পাইনে;
রাত আসে রাত যায়!
আমি খিড়কি ছেড়ে বারান্দায় বসি,
সেখানে বেলিফুলের টব।
কয়েকটি আধ্মরা বেলি,
আর আমি পাহারা দেই রাত্রিকে-
গল্প করে করে আটকে রাখতে চাই-
ফুলগুলোও যত পারে নিংড়ে সুবাস ছড়াতে চায়-
আমি বুঝি...
আমার চারপাশের বড় বড় দালানের,
আড়াল দিয়ে চাঁদ চলে যায়,
চাঁদ জানে আমি ওর জন্যেই বসে থাকি!
ওর পালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণ আমি বুঝি-
আমি জানি, যে মুগ্ধ বালক পথে পথে ফুলপাতা
আর আকাশভরা মেঘ তারা দেখে
প্রজাপতি হয়ে যেত-সেও যদি হয়ে যায় ঘুনে ধরা বাঁশি
সুর যদি বদলে যায় তাতে
পালায় তো কত কিছুই-
মন আর রঙিলা ভূবন?
মনও পালিয়ে যায়-
রঙ বাড়ে এই ভূবনের
পরতে পরতে ঢেকে যায় পথ
যে পথে চাঁদও ছিল তোমার পাশাপাশি...

কলম্বাসও কেঁদেছিল সেইদিন

আমার মন
অথবা
কোন এক স্বপ্ন সারথি
আমাকে যে পথের কথা বলেছিল,
এবং দূর অন্ধকারে প্রক্ষেপণযোগ্য
আলো ফেলে
সে পথ আমাকে দেখিয়েছিল!
আমি তোমাদের বলেছিলাম সেই পথের কথা,
তোমরা হাসতে
আমি নাকি এমন আঁধারি সমুদ্রের কথা বলি
সেখানে অভিযাত্রার কোন জাহাজ নেই-
উল্টো প্রশ্ন করতে-
আমার কাছে তেমন কোন অভিযাত্রিক জাহাজের খোঁজ আছে?
তোমরা বলতে আমি নাকি বলছি
এক দূর্গমের পর্বতের কথা
যেখানে অভিযাত্রার কোন কলাকৌশল জানা নেই
এবং আনুষঙ্গিক নেই কোন যন্ত্রপাতি!
এবং উল্টো প্রশ্ন করতে-
আমার কাছে কি কোন মানচিত্র আছে
পর্বতে চড়ার কোন পথ প্রদর্শক?
তোমরা বলতে আমি নাকি বলছি
এক অন্ধকারময় আকাশের কথা
যেখানে ভ্রাম্যমান এবং ভাসমান বাতি
ক্ষুদে আলোর মোড়কে বিশাল

এবং বিশাল গ্রহ নক্ষত্রের অসীম আকাশ-
এবং উল্টো তিরস্কার করে বলতে-

ওসব হাজার হাজার বছরের
পাখাওয়ালা পেগাসাসের রুপকথা বাদ দাও
নীলাভ আকাশে কি আছে তোমার কল্পনা ছাড়া!
তোমরা সবাই ছিলে জাঁদরেল পন্ডিত
বৃহৎ কলসে অহংকারী মাথা নিয়ে-
আমি মাথা নিচু করে মটিতে তাকিয়ে ভাবতাম-
কলম্বাসের হাতে কি
কোন মানচিত্র ছিল?
অভিযাত্রিক যন্ত্রপাতি?
অথবা
কোন পথপ্রদর্শক?
তার জাহাজ কি ভিড়েছিল
ভারতবর্ষের তীরে-?
না...
হায়রে--ব্যর্থ অভিযান-
হয়তো- কলম্বাসও কেঁদেছিল সেইদিন!

কে চেনে অশ্রু'র মেঘ

যখন আমি সমুদ্রে
আমি জানিনা কেমন ছিলাম
হঠাৎ করেই জন্ম নিলাম
আমার নাম বাষ্পকণা।
আমি একদল বন্ধু পেলাম আমার চারপাশে
আমরা বাতাসের ঢেউয়ে নাচি
দলবেঁধে রাতে কুয়াসা হয়ে ভাসি
সেই এক জীবন -!
রাতভর আড্ডা
বন্ধুত্ব প্রেম করতে করতে হাসতে হাসতে
শিশির হয়ে যাই...
সূর্যের সাত রং গায়ে মেখে
আবার বাষ্প হয়ে যাই-।
আমরা উড়তে উড়তে
দলবেঁধে মেঘ হয়ে যাই
ভাসতে ভাসতে
হাসতে হাসতে
বাতাসে শিষ বাজাতে বাজাতে
গুড়গুড় করে কবিতা আবৃত্তি করি-!
তোমরা কিছু পাগল মানুষ পৃথিবীতে বাস কর-
ধবল মেঘ আর পূর্ণিমার চাঁদ খোঁজো আকাশে
রাতে মেঘের ফাঁকে রুপসী তারাদের দল।
আমি রাত্রিদিন উড়ে বেড়াই ঘুরে বেড়াই

ঝরে পড়ি দিনেদিনে
মরে পড়ি
বাষ্পে জীবন শুরু বৃষ্টিতে শেষ।
শুরু হয় আরেক জীবন
জীবনের গল্প হয়না যে শেষ!

তবে আমি জানি
মরা নদীর গল্প-
আমি জানি মরা সাগরের গল্প-
যে অশ্রু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে কপোলে
আর যে অশ্রু শুকিয়ে যায় চোখের চৌহদ্দিতে
সেখানেও জন্মি আমি বাষ্পরুপে
উড়ে যাই
কুয়াশা শিশিরের পথ ধরে- মেঘ হয়ে যাই-
পরিচয়হীন-
কে চেনে অশ্রুর মেঘ এই জগতে?
তোমরা কিছু পাগল মানুষ পৃথিবীতে বাস কর-
ধবল মেঘ আর পূর্ণিমার চাঁদ খোঁজো আকাশে
রাতে মেঘের ফাঁকে রুপসী তারাদের দল
প্রেম আর কবিতা নদী অথবা সাগর!
মরুর থেকে বেশী ভালোবাসা
আছে কার বুকে?

নিমজ্জিত কথোপকথন

ও বন্ধুরা, তোমাদের সুন্দর মুখগুলো আমার স্মৃতিতে রেখেছি। আমার স্মৃতি আমার বাগান, সেখানে- তোমরা সবাই নানা ফুলে, রঙে এবং সুবাসে আছো। হোমার, সক্রেটিস, শেক্সপিয়ার এবং ১৬ শতকের অন্যান্যদের মতো অনেক প্রাচীন বন্ধু আছে, লিও, গোর্কি অন্যান্য... তারা সবাই আমার বাগানে বা আমি তোমাদের বাগানে বেঁচে আছি। আমরা সবাই বন্ধু। এছাড়া, আমি আইনস্টাইন, টেসলা... নিউটনের কথা উল্লেখ করব... আমি আমার স্মৃতিশক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করি বিনয়ের সাথে... এখানে আমার সব বন্ধুদের নাম উল্লেখ করতে পারছি না... কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকে অনুভব করি। দেখো, রাস্তায় একজন আমি পাগলের মত বাঁশি বাদককে দেখলেও... আমার মনে হয় সে আমি... আমার ভিন্ন কোনো সত্তা নাই- যখন আমি হোমারের ছবি দেখি- মনে হয়, এটাই আমি... পুরোনো পেইন্টিংয়ে, যখন আমি তোমার ছবি দেখি বা তোমার কবিতা পড়ি - আমার মনে হয় তুমি তোমার কলম দিয়ে আমাকে নিয়ে লিখেছ। দেখো, একটি শিকড় একই গাছের অন্যান্য শিকড়ের গল্প জানে না- কিন্তু যদি তারা মাটির নীচে মিলিত হয় - তারা তাদের একতা অনুভব করে। যখন আমি মরুভূমি বা মঙ্গল গ্রহে ধূলিময় ঝড় দেখি- তখন আমি অনুভব করি যে আমি তার ভিতরে আছি বা আমি ধূলিকণা হিসাবে বিভক্ত হয়ে হয়ে সেখানে একটি ঝড় তৈরি করছি। আমি জানি আমরা সবাই হাজারো বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি... আমি অনুভব করি... একবার নির্জনতা আমাকে বলেছিল... তোমার নাম পৃথিবী... তোমরা বর্ণ, জাতি এমনকি লিঙ্গ দ্বারা বিভক্তও নয়... তোমরা সবাই পৃথিবী... আমি চিৎকার করে উঠলাম.... না...... নীরবতা আর অন্ধকার রাত ভেঙে। এবং সেই মুহূর্তটি আবার নিঃসঙ্গ অন্ধকার ফিরে পেতে হাজার বছর লেগেছিল.... তা আবার আমাকে উত্তর দিল.... তোমরা সবাই একটি উপ-নাম পছন্দ কর... একটি ডাক নাম...

ইচ্ছা ও ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা-২১

আমি আমার ইচ্ছাগুলো,
কৌটোতে রেখে দিয়েছি-
আমার প্রজন্মের কোন সাহসী কন্যার জন্য-
তার নাম হতে পারে-
ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা-২১
সে লিখবে,
একটি বৃক্ষের কবিতা-
যে বৃক্ষ হবে ছয় ঋতুতে সজ্জিত-
এবং পৃথিবীতে শেকড় ছড়িয়ে উঠে যাবে আকাশে-
আর তার প্রতি পাতায় ফুলে-
লেখা থাকবে-
সমুদ্র থেকে উঠে আসা জলের গান
বন পাহাড়ি ছায়ায়-
মানুষ যেখানে বাউল!
আমি আমার কন্যার জন্য-
লিখে যাবো এক ইচ্ছের দলিল-
এন্ড্রোমিডায় যে প্রথম মানুষ যাবে
তার নাম রেখ- নিষাদ!
এবং তোমরা সেখানে-
সবচে উঁচু পর্বতের নাম রেখ,
হোমার-!

আর যদি খুঁজে পাও-
কোন সমুদ্র,
তার নাম দিও সক্রেটিস!

আমি লিখে যাবো আমার সব ইচ্ছেগুলো-
আর হে কন্যা,
যদি ক্ষুদ্র কোন জলাশয় পাও-
পাহাড়ের ঢালে-

বুনোঝোপের পাশে-
নির্জনতার ধ্যানে-
রেখে দিও নামহীন -
সেখানে ফুটবে এক
নামহীন ক্ষুদে জলজ ঘাসফুল

গাছ পাতাদের ফুল

আমি না-হয়,
মাটিতেই বসে আছি
আকাশের দিকে তাকিয়ে
আমার প্রিয় আকাশের দিকে
আমি তাকিয়ে থাকি
আমার মাথার উপর দিয়ে
অনেক রোদ্দুর
দিনের জন্ম দিতে দিতে চলে যায়
আমার মাথার উপর দিয়ে
অনেক চাঁদ
রাতের গান গাইতে গাইতে ফুরিয়ে যায়
আমার মাথার উপর দিয়ে
অনেক শ্রাবণ বৃষ্টি হয়ে
ঝরতে ঝরতে মাটির ভিতরে ডুবে যায়
আমার মাথার উপরে
ফুল ঝরতে ঝরতে
রং ঝরতে ঝরতে
সুবাস ঝরতে ঝরতে
মাটিতে মিশে যায়
তার সাথে
আমিও মিশে হয়ে গেছি কবেই
আমি অভিমানী ছিলাম সেটা ঠিক
কবে যে আবার অশ্বারোহী গেলাম

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম অন্য এক ছন্দে
মরুর বালি আমার অশ্বের খুড়ে
এক অদ্ভুত শব্দে ছিটকে-
তারপর সমতলে

ঘাসের উপরে অশ্বখুরের এক অচেনা সুর
আমি কান পেতে শুনেছি
আনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে শুনলাম
আমার এক অন্তস্থঃ এক মন্দিরে
দিনে রাতে কত সুরে ছন্দে রঙে
আরতির ধোয়াগুলো দল বেঁধে নাচে
সেখানে শীত বসন্ত শ্রাবণ
আকাশ পাতাল সমুদ্র মরু পর্বত অরণ্য
সব আছে-
আছে নদী
সূর্যাস্ত, মধ্যরাত, ভোর
চাঁদ আর একান্ত নিরবতা
আমি কবেই মানুষ থেকে গাছ হয়ে গেছি
আমার পাতারা
আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
আকাশ ভরে ফুল ফুটিয়েছে

আমার শৈশবে

হাসতে হাসতে
ভালো বাসতে বাসতে
ঝগড়া করতে করতে
পাখীরা দল বেঁধে উড়ে যেতো
মাথার উপর দিয়ে-
আমার শৈশবে "

আয়নায় দেখা প্রথম মুখ

আয়না তুমি দুয়ার খোল
আর স্বপ্ন দেখতে ভাল্লাগেনা!
আয়না তুমি দুয়ার খোল
আমি ছবি দেখতে দেখতে
ফিরে যাবো সেদিন
যেদিন তোমার মুখে
প্রথম আমার মুখ দেখেছিলাম
আমি দেখতে চাইনা
বসন্তের ফুল্লরিত দিনগুলো
আমি সে বোধে ফিরতে চাইনা
হাস্নাহেনার গন্ধে মুগ্ধ হয়েছিলাম
প্রথম যেদিন-
আমি শুনতে চাইনা
সে সুরগুলো
যে সুরে আমি ডুবে যেতাম
অনন্ত গহীনে
আমি ফিরতে চাই না
সেই সব প্রিয় ক্ষণে
যেখানে
আমার প্রিয় রাত
আর চাঁদ উঠে আছে
আমি শুধু আমার

মুখগুলো দেখতে চাই
যেদিন তোমার মুখে
প্রথম আমার মুখ দেখেছিলাম
আমি দেখতে চাই
বদলে
বদলে
বদলে
আমি দেখতে চাই
বদলে
বদলে
বদলে
কেমন করে
এখানে এসেছি!

আমি তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করব

হে প্রিয় কবি,
আমি তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করব-
তোমার মৃত্যুর পর...
তোমার কবিতা আবৃত্তি করে.
আমি তোমার কোষগুলোকে জীবিত করবো
আমার কথার মাঝে-
যে শব্দগুলো নিয়ে তুমি খেলেছ।
আমি তোমার হৃদয় ছুঁয়ে দেব,
ছন্দের মাঝে-
তোমার কবিতা আবৃত্তি করবো।
আমি একটি প্রবাহ তৈরি করব,
আমার শরীরে তোমার অনুভূতি-
তোমার কবিতা আবৃত্তি করে।
আমার শরীরে তুমি জাগ্রত হবে-
আর তুমি আমার মধ্যে বেঁচে থাকবে
তোমার কবিতার শব্দ উচ্চারণ করে
হৃদয়ে ধারণ করে আমরা বেঁচে থাকবো।

কমফোর্ট ক্যাম্প এবং গ্যাস চেম্বার

মাঝে মাঝে মনে হয়,
এমন নির্লজ্জ পৃথিবীতে আমার জন্ম,
এবং আমার চারপাশে নির্লজ্জ মানুষ,
আমি আমার ভাগ্যকে দায়ী করি-
আমি এখানে কেন?

আমি পুরানো বই পড়েছি-
সেখানে শিক্ষক হিসেবে আপনি যা লিখেছেন
পরবর্তী প্রজন্মের জন্য
হে আমার রাজারা, হে বুদ্ধিমান নেতা-
প্রভুর হাতের দাবিদার,
আপনি মানুষের জন্য কি করেছেন?
হত্যা, ধর্ষণ এবং মানুষের আবাসস্থল ধ্বংস করা-
এবং একটি আরাম শিবির এবং গ্যাস চেম্বার তৈরি করেছে।

এবং এই পৃথিবীতে নিজেকে একজন মহান মহীয়সী হিসাবে
প্রতিষ্ঠিত করা...
তলোয়ার, বুলেট, বোমার শক্তিতে...
মাঝে মাঝে অনুভব করি
এমন নির্লজ্জ পৃথিবীতে আমার জন্ম
আর আমার চারপাশে নির্লজ্জ মানুষ
আমি আমার ভাগ্যকে দায়ী করি
আমি এখানে কেন?

আমার পূর্বপুরুষদের যারা
নারীদের জন্য র‍্যাপিং ও কিলিং সেন্টার স্থাপন
আরাম শিবিরের নামে
আমি আমার ভয়েস প্রসারিত করতে চাই
আকাশ পর্যন্ত
আমি চিৎকার করতে চাই
পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণকে স্পর্শ করতে
মানুষ হোক, পশু হোক, কীটপতঙ্গ হোক বা গাছপালা
এবং সকল মানুষের কাছে সকল জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন
আপনারা সবাই অতীতে আরাম শিবির তৈরি করেছেন
বর্তমানও সেই বর্বরতার বাইরে নয়

তুমি কি মায়ের গর্ভে জন্মাওনি? আপনার প্রিয় বাগদত্তা ছিল না?
ভাই-বোনেরা করেননি? সেই শিবির সম্পর্কে আপনি কী
ভাবছেন?
ভিতরে বন্দী তোমার মা, বোন, তোমার বাগদত্তা...!
আর যারা ঘোষণা দিয়েছেন
একটি চিরন্তন পুরস্কার হিসাবে আরাম শিবির সম্পর্কে ...
তাদের ধর্মগ্রন্থে-
সেই আরাম শিবির সম্পর্কে আজ আপনি কী বলবেন?
হে বর্তমান সময়ের রাজারা...
আরো অমানবিক ইতিহাস লিখতে হবে?
আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি
পৃথিবীবাসীর কাছে ক্ষমা চাও
সময় এসেছে...ক্ষমা চাওয়ার

নুহা’র নৌকো বনাম ক্রুগার পার্ক

হে প্রিয়,
ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক
আমাকে ভাবিয়ে তোলে!
আমাকে ভাবিয়ে তোলে-
এমন পার্ক পৃথিবীতে অনেক আছে-
যেগুলো বুনোদের সংরক্ষণের
মহান দায়িত্ব নিয়েছে!
এ যেন নোয়া’র বিশাল নৌকো-
যারা নিবেদিত প্রাণ
যারা নির্দেশের হুংকার বোঝে
যারা আকাশের তারা গুণতে চায় না
শুধু বিশ্বাস করে
ঈশ্বরের মন্দির আলোকিত করে
এইসব জলন্ত বাতিগুলো-
তাদের জন্য
এ নৌকা নির্ধারিত এবং নিশ্চিত!
আমি এক ক্ষুদ্র বুনোজীব-
যার
নাক নেই
কান নেই
চোখ নেই
চর্ম নেই
জিহবা নেই

এক কথায় তার পঞ্চইন্দ্রিয় নেই-
কিন্তু জীবন হয়ে জন্মেছে পৃথিবীতে-
নোয়া'র নৌকোয় ঠাঁই নেই তার-!
শীতের রাতে
আমি পাহাড়ের উপরে
একা একা চাঁদের মোহনায়
নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে থাকি
আমি জানি, আমার মাথার উপর দিয়ে
মানুষের তৈরি উপগ্রহ উড়ে যায়
সেখানে
মানুষেরা ভবিষ্যত দেখে-
আর ভাবে-
ক্রুগার পার্কের জীবদের কি দরকার?
একটা করে কোষ নিলেই তো
পৃথিবীর সব প্রাণ এঁটে যায় একটা টেস্ট টিউবে!
কি দরকার আর
ক্রুগার পার্ক অথবা নোয়া'র নৌকো!
আমি এক ক্ষুদ্র বুনোজীব-
নাক নেই, কান নেই
চোখ নেই, চর্ম নেই, জিহবা নেই
আমি নির্দেশের হুংকার বুঝি না
আমার কি ঠাঁই হবে সেই টেস্টটিউবে?
আমাকে তো কেউ নেয় নি
ক্রুগার পার্কে
অথবা নোয়া'র নৌকোয়!

নুহা'র নৌকা বনাম ক্রুগার পার্ক